তারিখ ... 12 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

সংবাদ

11 NOV 2016

সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ ৩০ নভেম্বর থেকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর সরকারি হাইস্কুলে ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হবে ৩০ নভেম্বর। রাজধানীর ৩৫টি সরকারি হাইস্কুলে ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ভর্তির লিখিত পরীক্ষা নেয়া হবে। আর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ডিসেম্বর।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, রাজধানীর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ শুরু হবে ৩০ নভেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে। অনলাইনে এই আবেদন বিতরণ ও জমার কাজ চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতি আবেদন ফরমের মূল্য ১৫০ টাকা।

মাউশির উপ-পরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে জানান, ঢাকার সবকটি সরকারি বিদ্যালয়কে তিনটি গুচ্ছ করে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে গত বছরের মতোই ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ২ ঘণ্টার পরীক্ষা নেয়া হবে।

এছাড়া জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার

সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সরকারি : হাইস্কুলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ ও গণিতে ২০ নম্বর করে মোট ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার এবং অন্যান্য শ্রেণীতে বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০ ও গণিতে ৪০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের ২ ঘণ্টার পরীক্ষা নেয়া হবে বলে জানান মোস্তফা কামাল।

তিনি আরও জানান, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবার টেলিটক মোবাইল ফোনে অনলাইনে ভর্তির আবেদন নেয়া হবে। তবে যেসব উপজেলার স্কুলে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা পর্যাপ্ত নয়; সেসব প্রতিষ্ঠান ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। আর বেসরকারি স্কুল যাদের সক্ষমতা রয়েছে, তাদের অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ভর্তি নীতিমালা : এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ অনুযায়ী গত বছরের মতো এবারও ঢাকা মহানগরীর সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ভর্তিতে নিজ নিজ এলাকার জন্য ৪০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ থাকবে। অবশিষ্ট আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সরকারি স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে দেবে মাউশি।

এছাড়া ৪০ শতাংশ এলাকা কোটার বাইরেও এবার ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ২ শতাংশ প্রতিবন্ধী, এক শতাংশ লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের শিশু ও দুই শতাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বাকি ৫০ শতাংশ আসনে সব শিশুই আবেদন করতে পারবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই ক্যাচমেন্ট এলাকায় থাকলে শিক্ষার্থীরা উভয় প্রতিষ্ঠানেই ভর্তির আবেদন করতে পারবে। পরিচালনা পর্ষদের সহায়তা নিয়ে ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করতে হবে। ক্যাচমেন্ট এলাকা নির্ধারণে একাধিক স্কুলের মধ্যে জটিলতা দেখা দিলে থানা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তার সমাধান করবেন।

ক্যাচমেন্ট এলাকা নির্ধারণে কোন এলাকা যেন বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে- উল্লেখ করে নীতিমালায় বলা হয়েছে, ক্যাচমেন্ট এলাকা নিয়ে থানা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার আদেশে কেউ অসন্তুষ্ট হলে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে আবেদন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার আদেশই চূড়ান্ত। স্কুলে ভর্তি বিজ্ঞপ্তির তারিখে শিক্ষার্থী যে এলাকায় বসবাস করবে সেই এলাকায়ই তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

নীমিমালা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে অবশ্যই লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ছাড়াও অপেক্ষমাণ তালিকা করতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে এই অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। আর নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হবে জেএসসি-জেডিসির ফলের ভিত্তিতে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শিশুর বয়স কমপক্ষে ছয় বছর হতে হবে। এই বয়স যাচাইয়ে ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ভর্তির জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিও বহির্ভূত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন ফরমের দাম হবে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা। মফস্বল এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সেশন ফিসহ সর্বোচ্চ ভর্তি ফি ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার টাকা এবং ঢাকা ব্যতিত অন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী ভর্তিতে পাঁচ হাজার টাকা, আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান আট হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান ১০ হাজার টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান তিন হাজার টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। একই প্রতিষ্ঠান থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের এক শ্রেণী থেকে উপরের শ্রেণীতে ভর্তিতে পুনঃভর্তির ফি নেয়া গেলেও সেশনচার্জ নেয়া যাবে না। ভর্তি ফরম এবং ভর্তি ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।